দুর্নীতি দমন কমিশন

মাসিক

দুদক বার্তা

9353004-8 | info@acc.org.bd | www.acc.org.bd

৯ম বর্ষ ⊙ ৩৮তম সংখ্যা ⊙ সেপ্টেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ ⊙ আশ্বিন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

এক নজরে

সম্পাদকীয় | প্রশিক্ষণ | বিচার ও দন্ড | উল্লেখযোগ্য মামলা | উল্লেখযোগ্য চার্জশিট

সম্পাদকীয়

দুর্নীতি কোনো দেশের একক সমস্যা নয় বরং এটি বৈশ্বিক সমস্যা। মানব সভ্যতার প্রাচীনতম এই অপরাধ আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে কন্টকাকীর্ণ করে তুলেছে। দুর্নীতি যেন কুৎসিত অভিশাপ হয়ে মানব সভ্যতাকে চ্যালেঞ্জ করতে চায়। দুর্নীতির রূপ গিরগিটির মতো ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়। চাণক্যের অর্থ শাস্ত্রে বিভিন্ন প্রকার দুর্নীতির চমকপ্রদ উদাহরণ পাওয়া যায়। বিশ্ব গণমাধ্যমেও বিভিন্ন দুর্নীতির সংবাদ দেখা যায়। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে বা যারা এ জাতীয় অপরাধের সাথে জড়িত তাদের অনেকে সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত, কেউ কেউ নিজেদেরকে অভিজাত বলে দাবিও করেন, আবার কেউ কেউ পেশাগত বা সামাজিকভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ, তবে এরা সবাই অর্থ-বিত্তের মোহে আচ্ছন্ন। এরা সবাই নির্লজ্জ, লোভী ও অবিবেচক এবং নৈতিকভাবে দেউলিয়া।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "দুই বিঘা জমি" কবিতার এই চরণটি হতে পারে দুর্নীতির একটি চমৎকার উদাহরণ। চরণটি এমন-

> *পরে মাস দেড়ে ভিটে মাটি ছেড়ে বাহির হইনি পথে-*
> *করিল ডিক্রি, সকলই বিক্রি মিথ্যা দেনার খাতে।*
> *এ জগতে, হায়, সেই বেশি চায় আছে যার ভূরি, ভূরি!*
> *রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।*

বিশ্ব কবি এই চরণটির মাধ্যমে দুর্নীতির একটি তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। মহাক্ষমতাধর জমিদার বাবুর সর্বগ্রাসী লোভ জাল-জালিয়াতির মাধ্যমে মিথ্যার আশ্রয়ে পরিপূর্ণ হয়েছিল। আধুনিক কালের দুর্নীতিও লোভ থেকেই উৎসারিত হয়।

সাধারণত লোভ ও নৈতিকতার অবক্ষয় থেকেই মানুষ দুর্নীতির পথে ধাবিত হয়। ভোগবাদিতার প্রতি মানুষের তীব্র আকর্ষণও দুর্নীতির অন্ধকার পঙ্কিল পথে মানুষকে পরিচালিত করে। দুর্নীতির পরিণতিও কিন্তু বেদনাদায়ক। আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় দুর্নীতি ফৌজদারি অপরাধ। এ অপরাধ কখনও তামাদি হয় না। অর্থাৎ অপরাধ সংঘটিত হলে আজ হোক বা কাল হোক তা আইনি তদন্তের সুযোগ রয়েছে।

দুর্নীতি এবং দুর্নীতিতে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের শাস্তি নিশ্চিত করা এখন বিশ্বব্যাপী আলোচিত বিষয়। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এখন দুর্নীতিপরায়ণদের শাস্তি হচ্ছে। জাতিসংঘ ঘোষিত দুর্নীতিবিরোধী কনভেনশনে স্বাক্ষরকারী দেশগুলো দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে বৈশ্বিকভাবেই অঙ্গীকারাবদ্ধ। তারপরও স্থান-কাল-পাত্র ভেদে দুর্নীতির সংজ্ঞা নিয়ে বিভ্রান্তি রয়েছে। সাধারণ মানুষ মনে করে নীতি বহির্ভূত যে কোনো কাজই দুর্নীতি।

নির্বাহী সম্পাদক: দুর্নীতি দমন কমিশন,
প্রধান কার্যালয়, ১, সেগুন বাগিচা, ঢাকা-১০০০
9353004-8 | info@acc.org.bd | www.acc.org.bd

১০৬ নম্বরে ফ্রি কল করুন

Like us on Facebook
facebook.com/acc.org.bd

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল এর মতে "অর্পিত ক্ষমতা অপব্যবহার করে ব্যক্তিগত লাভ অর্জনই দুর্নীতি। বিশ্বব্যাংকের মতে, "পাবলিক অফিসের অপব্যবহার করে ব্যক্তিগত লাভই দুর্নীতি।"

বাংলাদেশে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ অনুসারে দুদক আইনের তফসিলভুক্ত অপরাধকে দুর্নীতিমূলক কার্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। মূলত দুদক আইনের তফসিলভুক্ত অপরাধসমূহ বলতে ১৮৬০ সালের পেনাল কোড বা দণ্ডবিধির কতিপয় ধারা; ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধসমূহ এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধসমূহ ইত্যাদি। সাধারণ মানুষের পক্ষে দুদক আইনের তফসিল সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া কঠিন বলেই মনে করা হয়। বাস্তবতা হচ্ছে দেশের সাধারণ মানুষ দুদক আইনের তফসিল সম্পর্কে কাঙ্খিত মাত্রায় অবগত ও সচেতন নন। ঠিক এ কারণেই কমিশনে হাজার হাজার অভিযোগ আসলেও সকল অভিযোগ অনুসন্ধান বা আইন আমলে নেওয়ার সুযোগ নেই। ২০১৯ সালে কমিশনে ২১,৩৭১টি অভিযোগ আসলেও অভিযোগ অনুসন্ধানের জন্য গ্রহণ করা হয়েছে মাত্র ১৭১০টি। শতাংশের হিসাবে মাত্র ৮ ভাগ অভিযোগ অনুসন্ধানের জন্য গ্রহণ করা হয়েছে। বাকি ৯২ ভাগ অভিযোগ মূলত দুদক আইনের তফসিল বহির্ভূত অপরাধ। এসব অভিযোগের অধিকাংশই যৌতুক, নারী নির্যাতন, ভূমি সংক্রান্ত ব্যক্তিগত বিরোধ, ব্যক্তিগত ব্যবসার দেনা-পাওনা নিয়ে বিরোধ, সামাজিক বিচার ব্যবস্থার অনিয়ম, জোর করে সম্পত্তি দখলসহ নানাবিধ অপরাধ। এগুলো মূলত দুদক আইনের তফসিল বহির্ভূত অপরাধ।

এছাড়া দুর্নীতি দমন কমিশন বিধিমালা, ২০০৭ অনুযায়ী কমিশনে দুর্নীতি সংক্রান্ত অভিযোগ দায়ের ও যাচাই-বাছাই কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এ বিধি অনুসরণ করে কমিশনে অভিযোগ গ্রহণ ও যাচাই-বাছাই সংক্রান্ত বিষয়ে দায়িত্ব পালনের নিমিত্ত 'অভিযোগ যাচাই-বাছাই সেল' রয়েছে। এই সেল বিভিন্ন অংশীজন ও উৎস থেকে কমিশনে আসা অভিযোগগুলো যাচাই-বাছাই করে থাকে। ২০১৭ সালে কমিশন অভিযোগ যাচাই-বাছাইয়ের ক্ষেত্রে গ্রেডিং পদ্ধতি প্রবর্তন করেছে। তাই অভিযোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে দুদকের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর প্রভাবিত হওয়ারও সুযোগ নেই। নির্ধারিত নম্বর না পেলে কোনো অভিযোগ অনুসন্ধানের জন্য গ্রহণ করা হয় না। তাই দুদকে অভিযোগ দায়েরের ক্ষেত্রে বর্ণিত তফসিল অনুসারেই অভিযোগ দায়ের করা সমীচীন। তা না হলে অভিযোগকারীর কাছে ভুল বার্তা যেতেই পারে। কারণ দুদক আইনে তফসিল বহির্ভূত অপরাধের বিষয়ে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ নেই বললেই চলে। এ প্রেক্ষাপটে দুদক আইনের তফসিলভুক্ত অপরাধসমূহের সম্পর্কে পাঠকদের সম্যক ধারণা দেওয়ার জন্য দুদক আইনের অধীন অপরাধসমূহ এখানে উপস্থাপন করা হলো ।

- সরকারি কর্তব্য পালনের সময় সরকারি কর্মচারী/ব্যাংকার/সরকার কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত যে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক উৎকোচ (ঘুষ)/উপঢৌকন গ্রহণ;
- সরকারি কর্মচারী/সরকার কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত যে কোনো ব্যক্তি বা অন্য যে কোনো ব্যক্তির অবৈধভাবে নিজ নামে/বে-নামে সম্পদ অর্জন;
- সরকারি অর্থ/সম্পত্তি আত্মসাৎ বা ক্ষতিসাধন;
- সরকারি কর্মচারী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে ব্যবসা/বাণিজ্য পরিচালনা;
- সরকারি কর্মচারী কর্তৃক জ্ঞাতসারে কোনো অপরাধীকে শাস্তি থেকে রক্ষার প্রচেষ্টা;
- কোনো ব্যক্তির ক্ষতিসাধনকল্পে সরকারি কর্মচারী কর্তৃক আইন অমান্যকরণ;
- মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২-এর অধীন সংঘটিত অপরাধসমূহ এবং
- সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী/ব্যাংকার কর্তৃক জাল-জালিয়াতি এবং প্রতারণা ইত্যাদি।

একথাও সত্য দুদক প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই দুর্নীতি দমনে এসব অভিযোগ অনুসন্ধান করে মামলা দায়ের, মামলা তদন্ত করে আদালতে চার্জশিট দাখিল, প্রসিকিউটিং সংস্থা হিসেবে আদালতে মামলা পরিচালনা করে অপরাধীদের শাস্তি নিশ্চিতে আইনি দায়িত্ব পালন করছে। এসব প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার পাশাপাশি কমিশন দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

বহুমাত্রিক এসব কার্যক্রম দর্নীতিবিরোধী চেতনার বিকাশ ঘটাচ্ছে। বাহ্যিকভাবে অনুধাবন করা না গেলেও কমিশন নিজস্ব কর্মকৌশলের আলোকে ধীরে ধীরে নির্দিষ্ট টার্গেট গ্রুপকে লক্ষ্য করে স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। স্বল্পমেয়াদি কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে দুর্নীতি ঘটার আগেই প্রতিরোধমূলক আগাম অভিযানের মাধ্যমে সংশ্লিষ্টদের সতর্ক করা। মধ্যমেয়াদি কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে গণশুনানিসহ দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির কার্যক্রম। মূলত এসবের মাধ্যমে সর্বস্তরের পরিণত মানুষকে দুর্নীতি বিরুদ্ধে সচেতন করা হচ্ছে। সততা সংঘের সদস্যদের মাধ্যমে পরিচালিত দীর্ঘমেয়াদি কার্যক্রম যেমন বিতর্ক প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, রচনা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দেশের তরুণ প্রজন্মকে নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। কমিশনের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ টার্গেট গ্রুপ হচ্ছে এই তরুণ প্রজন্ম। তরুণ প্রজন্মের মাঝে নৈতিক মূল্যবোধ জাগিয়ে কমিশন দুর্নীতি প্রতিরোধ করার কৌশল গ্রহণ করেছে। কারণ তরুণরাই আগামী দিনের বাংলাদেশের নেতৃত্ব দেবে। তাদের মননে সততা, নিষ্ঠা, দেশপ্রেম, কর্মস্পৃহা জাগিয়ে তোলা গেলে দুর্নীতির বিরুদ্ধে তা হবে টেকসই উদ্যোগ। এছাড়া টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের টার্গেট গ্রুপও তরুণরাই। এই কৌশলের অংশ হিসেবেই দেশের ২৬ হাজার ২১৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের নিয়ে তাদের নৈতিক মূল্যবোধ বিকাশে বিতর্ক প্রতিযোগিতা পরিচালনা করছে দুদক। কমিশন এই কর্মপ্রক্রিয়ায় জিও-এনজিও সকলকে সম্পৃক্ত করেছে। স্থানীয় পর্যায়ের প্রশাসন, শিক্ষা বিভাগ, তথ্য বিভাগকে যেমন এসব কাজে সম্পৃক্ত করা হয়েছে তেমনি অক্সফামের মতো এনজিওকেও সম্পৃক্ত করা হয়েছে। জিও-এনজিওর সমন্বয়ে কমিশনের এসব কার্যক্রমকে অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং অংশীদারিত্বের দৃষ্টান্ত বলা যেতে পারে। দুর্নীতি, বৈষম্য, মাদক, সন্ত্রাসের মতো নেতিবাচক কর্মকাণ্ডে তরুণরা যাতে সম্পৃক্ত না হয়, জীবনের পথপরিক্রমায় কোনটি সঠিক বা কোনটি ভুল তা নির্ণয় করার সক্ষমতা যাতে তারা অর্জন করতে পারে- সে লক্ষ্যেই নৈতিক শিক্ষার পাশাপাশি দুদকের এ সচেতনতামূলক প্রয়াস।

প্রশিক্ষণ

সেপ্টেম্বর/২০২০ মাসে কমিশনের ৯০জন কর্মকর্তাদের অনলাইনে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সংখ্যা	প্রশিক্ষণের নাম	প্রশিক্ষণের স্থান	প্রশিক্ষণার্থীদের সংখ্যা
০১.	অভিযোগ কেন্দ্র ১০৬-এ দায়িত্ব পালন সংক্রান্ত।	দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।	৩০ জন
০২.	Corruption in Bangladesh Investigating and Prosecuting Public Corruption Cases.	U.S. Embassy, Dhaka	৬০ জন

গুরুত্বপূর্ণ মামলার বিচার ও দণ্ড

সেপ্টেম্বর মাসে ২৬টি মামলা বিচারিক আদালতে রায় হয়েছে। এর মধ্যে ১৮টি মামলায় সাজা হয়েছে। সাজা হওয়া উল্লেখযোগ্য কতিপয় মামলা।

আসামির পরিচিতি	বিচারিক আদালতের রায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
শাওন কুমার দাস ওরফে মোঃ রাশেদুল ইসলাম, নবাবগঞ্জ, ঢাকাসহ ০২ জন।	আসামি শাওন কুমার দাসকে ০৭ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডসহ ২৬,১৭,৯৮০/- টাকা জরিমানা এবং পলাতক আসামি ওয়াহিদ মুরাদকে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডসহ ৫১,৯০,৯৬০/- টাকা জরিমানা প্রদান।
মোঃ শফিকুল ইসলাম, সাবেক অফিসার ও ক্যাশ ইনচার্জ, ওয়ান ব্যাংক লিঃ, উত্তরা শাখা, ঢাকা (বর্তমানে বরখাস্ত)।	আসামি মোঃ শফিকুল ইসলামকে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডসহ ২০ লক্ষ টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ০১ বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান।
মোঃ রাসেল রানা, সাবেক প্রশিক্ষনার্থী কেন্দ্র, ব্যবস্থাপক, গ্রামীন ব্যাংক, আলফাডাঙ্গা, ফরিদপুরসহ ০৩ জন।	আসামি ১. রাসেল রানাকে ০৮ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডসহ ৫,০৩,৭৯৮/- টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ০৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ২. মোঃ শাহজাহান আলী ও ৩. অমরেশ চন্দ্র প্রামানিককে ০৬ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডসহ ৩০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান।

দায়েরকৃত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি মামলা

কমিশন সেপ্টেম্বর/২০২০ মাসে ক্ষমতার অপব্যবহার, অর্থ আত্মসাৎ, জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনসহ বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগে ৩৫টি মামলা দায়ের করেছে। উল্লেখযোগ্য কতিপয় মামলার বিবরণ:

আসামির পরিচিতি	অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
ডা. মোঃ জাকির হোসেন খান, উপপরিচালক, সিএমএসডি, তেজগাঁও, ঢাকা, বর্তমানে- তত্ত্বাবধায়ক, কক্সবাজার জেনারেল হাসপাতাল, কক্সবাজার ও অন্যান্য ০৬জন।	অসৎ উদ্দেশ্যে প্রকৃত এন-৯৫ মাস্ক এর পরিবর্তে JMI Hospital Requisite MFG Ltd এর উৎপাদিত N95 Face Mask মুদ্রিত ২০,৬১০ পিস নকল এন-৯৫ মাস্ক সিএমএসডিতে সরবরাহ/গ্রহণ এবং পরবর্তীতে তা ১০টি প্রতিষ্ঠানে বিতরণপূর্বক অর্থ আত্মসাৎ।
পলাশ পাল চৌধুরী, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বড়ঘোপ খাদ্য গুদাম ও অন্যান্য ০৫ জন।	পরস্পর যোগসাজশে ৫২৭৫ বস্তায় ১৯০.৪৪২ মে. টন চাল যার মূল্য ৮৫,২৫,৪৩৭/- টাকা আত্মসাৎ।
মোঃ সাহেদ, চেয়ারম্যান, রিজেন্ট হাসপাতাল লিঃ ও অন্যান্য ০৪ জন।	সরকারি প্রতিষ্ঠানে ৩,৯৩৯ জন কোভিড রোগীর নমুনা বিনামূল্যে পরীক্ষার নাম করে রোগী প্রতি ৩,৫০০/- টাকা হিসেবে মোট ১,৩৭,৮৬,৫০০/- টাকা গ্রহণ এবং রিজেন্ট হাসপাতাল লিঃ এর সকল স্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীদের খাবার বাবদ ১,৯৬,২০,০০০/- টাকা আত্মসাৎ।

দাখিলকৃত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি মামলার চার্জশিট

কমিশন সেপ্টেম্বর/২০২০ মাসে ২৭টি মামলা তদন্ত সম্পন্ন করে ১৯টি মামলায় চার্জশিট দাখিলের অনুমোদন দিয়েছে। উল্লেখযোগ্য কতিপয় মামলার চার্জশিট উল্লেখ করা হলো।

আসামির পরিচিতি	অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন, সাবেক রেকর্ড কীপার, চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, বর্তমানে জজ আদালত, নোয়াখালী ও অন্যান্য ০৩ জন।	ভুয়া প্রতিষ্ঠানের নামে ২৭,৮২,৭২,৯৬৬/- টাকা হস্তান্তর, রূপান্তর ও স্থানান্তরের মাধ্যমে জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন।
সাহাবুদ্দীন আলম, এমডি, মেসার্স লায়লা বনস্পতি প্রডাক্টস, লিঃ ও অন্যান্য ০৫ জন।	ফার্মার্স ব্যাংক লিঃ, গুলশান শাখা হতে ২৯,৫১,৮৫,৮২০/- টাকা আত্মসাৎ ও মানিলন্ডারিং।
বিশ্বজিৎ কুমার রায়, সাবেক পরিচালক, পিপলস লিজিং এন্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিঃ, প্যারামাউন্ট হাইটস, ঢাকা ও অন্যান্য ০৩ জন।	পরস্পর যোগসাজশে ৭২,৯৭,৪০,০৭৪/- টাকা আত্মসাৎ।

দুর্নীতির কোনো ঘটনার প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য যেকোনো ফোন থেকে দুদকের অভিযোগ কেন্দ্রের

হটলাইন-১০৬

নম্বরে ফ্রি কল করুন।

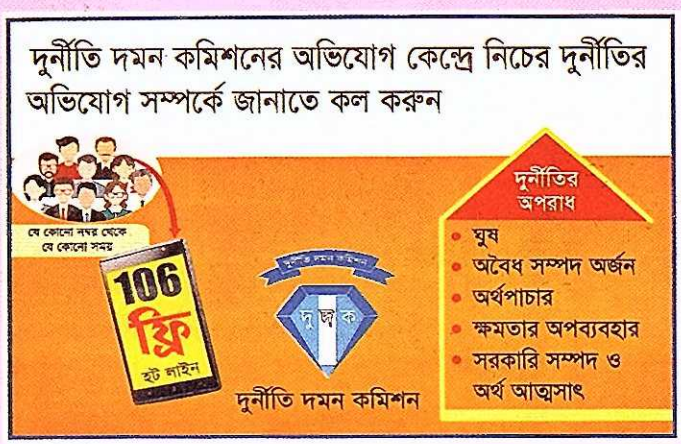

মানুষ ঘুষ দেয়া বন্ধ করলে, ফাইল আটকে রাখারও অবসান ঘটবে ✋ দুর্নীতিকে না বলি